গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। হেলাল উদ্দীন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বীলপাড়া এলাকার জমির উদ্দীনের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ হেলাল উদ্দীনকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, বিক্রির উদ্যোশে বাড়িতে হেরোইন মজুদ করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ হেলালকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই শকিল আহমেদ ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী এই অভিযান পরিচালনা করেন।

হেলাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এর আগেও একটি মাদকের মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানান এসআই তৌহিদুল ইসলাম।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আটক হেলাল উদ্দীনকে আদালতের নেওয়া হবে।

মাদক ও তামাক নির্মূল করতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট।

প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী বলেন, অনেক ধরনের নেশা আছে। মাদকের নেশা ভয়ঙ্কর। মাদকের ফলাফল কখনোই ভালো হয় না। তামাক ও ধূমপান দিয়ে মাদকাসক্তির শুরু হয়। মাদকাসক্তের মধ্যে ৯৮% ধূমপায়ী। মাদক তিলে তিলে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের পেছনে বড় কারণ মাদক। বাংলাদেশ মাদকে সয়লাভ হয়ে গেছে দেশ। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাদক দেশে ঢুকছে যা আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি মাদকাসক্ত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই কিশোর-তরুণ! এদের ৬০ শতাংশ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, যা অত্যন্ত আতঙ্ক ও ভয়ের কারণ। মাদক নির্মূলে মাদকের সহজলভ্যতা রোধ, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ, মাদকাসক্তদের প্রতি বন্ধুত্বসূলভ আচরণ প্রদর্শন ও চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশে মাদক নির্মূলে কঠোর আইন প্রণীত হয়েছে। মাদকাসক্তি একটি মানসিক রোগ তাই ঘৃণা নয়, ভালোবাসা দিয়ে মাদকাসক্তদের সারিয়ে তুলতে হবে এবং মাদক গ্রহণ প্রতিরোধ করতে হবে। মাদক নির্মূলে তামাক অর্থাৎ- ধূমপানে নিয়ন্ত্রণে কাজ জোরালো করতে হবে।

খোন্দকার মেস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি বলেন, মাদক আসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও মাদক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত রয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি উল্লেখ করেছেন। বিজিবি, কোস্টগ্রার্ড, পুলিশসহ অনেকগুলো সংস্থার সমন্বয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করছে। মাদকের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চলমান থাকবে। কারণ, আমাদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে তরুণ-যুবক বেশি, যা ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট’ বলা হয়। এই জনগোষ্ঠির জন্য অর্থ ব্যয় করলে আগামী দিনে সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জাতীয় পত্রিকার তথ্য তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, জেলখানায় মাদকের ৪০ ভাগ মাদকাসক্ত। দেশে দৈনিক ২০ কোটি টাকার মাদক সেবন হয়। মাদক ব্যবসায় ২০০ এর বেশি গডফাদার রয়েছে। এদের আইনের আওতায় আনা জরুরি। অনুষ্ঠানে মাদক চোরাকারবারীদের ধরতে সহায়তাকারীকে নগদ অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা দেন তিনি।

অধ্যাপক নাজমা হক বলেন, সেরা জীব হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ধূমপান, মাদক দিয়ে আমরা জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছি। সব দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করে দিয়ে বসে থাকলে হবে না বরং নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। চলচ্চিত্রে নায়কদের ধূমপান দেখে মানুষ উৎসাহিত হয়। এ ধরনের মাদক, তামাকের হাতছানি বন্ধ করতে হবে। তরুণরাই সমাজের সম্ভাবনাময় ও যোগ্য প্রতিনিধি। একজন মা হিসেবে তরুণদেরকে মাদকমুক্ত থাকার আহ্বান জানাতে চাই।

মো: আবু তাহের বলেন, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। কারণ মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলেই মানুষ মাদকে উৎসাহিত হয়। এখন নারীদের মধ্যেও মাদক ব্যবহার বাড়ছে। বর্তমানে ঢাকা, নারায়নগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় মাদকাসক্তদের মধ্যে এইচআইভি এইডস্ রোগ বাড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক! অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের একটা বড় মাধ্যম মাদক বেচাকেনা। অর্থের প্রলোভনে রাজনৈতিক ছত্রছায়া, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রভাবশালীদের দ্বারা মাদকের বিস্তার ঘটছে। মাদকদ্রব্যের আগ্রাসন প্রতিরোধে সচেতনতা ও চিকিসায় সেবা সহজলভ্য ও মান বাড়ানো এবং এসব খাতে অর্থ বরাদ্দের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সভায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ, ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ এর শিক্ষকবৃন্দ ও শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালু গাঁজাসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালুকে (৩৯) ৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা যায় গতকাল সোমবার ভোরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় অফিসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা

পৌর এলাকার আজমপুরের জোর আলী মিজির ছেলে আফজাল হোসেন ওরফে কালু (৩৯)’র বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় কালুর বসত ঘরের শয়ন কক্ষের খাটের নিচ হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫শগ্রাম গাঁজা উদ্ধার পূর্বক জব্দ ও কালুকে গ্রেফতার করে। সকালে গ্রেফতারকৃত কালুর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য আজমপুরে কালুর বাড়ি রাতে বিভিন্ন এলাকার মাদক ক্রেতারা এসে মাদক ক্রয় করে বলে এলাকাবাসি জানায়।বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিল। কেউ কিছু বললে সকলকে ম্যানেজ করে এ ব্যবসা করে আসছিল বলে নিজেকে জহির করতো।

এ ঘটনায় কালুকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৮ মামলার ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ মায়া আটক

মায়া খাতুন। আলমডাঙ্গা উপজেলায় ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত। জেল হাজতে যাওয়া যেন তার কাছে ডালভাত। এক যুগে মামলা হয়েছে ৮ বার। গ্রেপ্তারও হয়েছেন প্রায় ১৫ বার। বের হয়ে আবারও মাদক বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়েন। সর্বশেষ গতকাল রবিবার বিকেল ৫ টার দিকে পৌর এলাকার এক্সচেঞ্জ পাড়া এলাকার তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এসময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত মায়া খাতুন (৩৫) মৃত জাহাঙ্গীর আলম ওল্টুর স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাগেছে, ‘গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ী মায়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি তল্লাশি করে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মায়ার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গাসহ বিভিন্ন থানায় ৮ টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় একাধিকবার জেলে গেলেও জামিনে বেরিয়ে আবারও পুরনো পেশায় ফিরে যায় মায়া।’

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বলেন, ‘অন্তত ১৫ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন মায়া খাতুন। প্রতিবার জামিনে বের হয়ে আবারও মাদক কেনা বেচায় জড়িয়ে পড়েন। তাকে গ্রেপ্তারের পর আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনি মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার রেল স্টেশন এলাকা থেকে ফেন্সিডিলসহ রনি আহমেদ (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক রনি চৌগাছা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রিজাউল ইসলামের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেল স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চৌগাছা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রনিকে আটক করা হয়। এসময় তার সাথে থাকা ট্রলি থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ট্রেনে করে এই ফেন্সিডিল ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে আটক রনি। তাকে দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় হেরোইনসহ দুজন মাদক কারবারি গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত দু’জন মাদক কারবারি কে হেরোইন সহ গ্রেফতার করেছে। ওই সময় গ্রেফতারকৃত মাদক কারবারিদের কাছ থেকে ১০ (দশ) গ্রাম হেরোইন জব্দ করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে তাদেরকে থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের (এসপি) পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের দিক-নির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে এসআই, মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, এএসআই বিপ্লব কুমার দাস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে থানার হাউলী এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় হাউলী গ্রামের তিন রাস্তার মোড় থেকে মাদক কারবারি দশমী গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে মোঃ শরিফুল আলম
(৪১) ও মৃত আবুল কালামের ছেলে মোঃ জহুরুল ইসলাম (৩৫) কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই সময় তাদের হেফাজতে থাকা ১০গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) মোঃ আলমগীর কবির বলেন, গ্রেফতারকৃত দুজনেই চিহ্নিত মাদক কারবারি। তাদের নামে একাধিক মামলাও রয়েছে। হিরোইন সহ গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আল আমিনকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আল আমিন দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গোরস্থান পাড়ার

আব্দুস ছাত্তারের ছেলে। জানাযায় আজ মঙ্গলবার ২ জুলাই ভোর পৌনে ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আজমপুর গোরস্থান পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আল আমিনকে গ্রেফতার করে।পরে তার কাছে থাকা ১৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে গ্রেফতারকৃত আল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে তিন কেজি গাঁজা ও সিএনজিসহ মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের সদর উপজেলার কালীগাংনী থেকে তিন কেজি গাঁজা ও একটি সিএনজিসহ রুহুল আমিন নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের এসআই মো: সাহেব আলী, এএসআই মো: হুমায়ন কবির সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক রুহুল কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড কুরিপোল পাড়ার মোহাম্মেল শেখের ছেলে। তিনি সিএনজিতে করে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় মাদক সরবরাহ করে



[redacted]

[redacted]

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের আব্দুল আলিমের ছেলে মো: সুষম আলী (৩৮). মো: ওজদুল হকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৭), হামিদুল ইসলামের ছেলে মো: ফারুক (২৭) ও মৃত আরশাদ আলীর ছেলে মো: আল আমিন (৫০)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) সাহেব আলী, এসআই আশরাফুল ইসলাম ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলম জানান, ফেনসিডিলের একটি চালান ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে পাচারের উদ্যেশ্যে দারিয়াপুর গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় জড়ো হয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালনোর চেষ্টা কালে তাদের আটক করা হয়।

আটক মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর ধানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে ফেনসিডিল আসামিদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে সোঁয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

মাদক বিরোধী পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে সোঁয়া সাত কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের বাবর আলীর ছেলে সবুজ হোসেন (২৪) ও সাহেবনগর গ্রামের মৃত্যু ফকির আলীর ছেলে উজির আলীর।

আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরে গাংনী থানায় প্রেসব্রিফিং করে জানান ওসি মো: তাজুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ভারতীয় সীমান্তবর্তি ধলা গ্রাম থেকে মাদকের একটি চালান পার হচ্ছে এমন সংবাদের

ভিত্তিতে ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে সাড়ে ছয় কেজি গাঁজাসহ রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের সবুজকে আটক করেন। এসময় গাঁজা কারাবারের সাথে জড়িত অপর আসামি রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মৃত্যু আবু তালেবের ছেলে সাফায়াত আলী পালিয়ে গেছে।

অপরদিকে ভবানীপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাহেবনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে সোয়া ৫ শ গ্রাম গাঁজাসহ উজির আলীকে আটক করা হয়। এসময় অপর আসামি একই গ্রামের মকসেদ আলীর ছেলে মন্টু ধলা পালিয়ে যায়।

পৃথক দুটি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে দুটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই মাদক কারবারীকে আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।